শহর ও জেলার খবর

সঙ্গীতশিল্পী এবং মিউজিশিয়ানদের জন্যও স্বাস্থ্যবিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি – এখন থেকে সঙ্গীতশিল্পী এবং মিউজিশিয়ানদেরও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনা হল। বুধবার মহানায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুদিবসের অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ শিল্পী ও কলাকুশলী সরকারের স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবিভূষণ খ্যাত সমস্ত শিল্পীদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের পরিষেবা ছাড়াও প্রাইভেট হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসার জন্য বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ সরকার বহন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের আরও বেশি করে স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্পের আওতায় আনতে চায় সরকার।

এদিনের অনুষ্ঠানে মহানায়ক সম্মান পাওয়া অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছেন দেবশ্রী রায়, শতাব্দী রায় ইন্দ্রাণী হালদার। প্রসঙ্গত মহানায়ক সম্মানের অধিকারী তিন অভিনেত্রীই তৃণমূল ঘনিষ্ঠ। এই নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা শুরু করেছে রাজনৈতিক মহল। শতাব্দী রায় এবং দেবশ্রী রায়, দুজনেই তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়ক পদে রয়েছেন। ইন্দ্রাণী হালদারও রাজ্য সরকারের বাংলা ছবির একশ বছর উদযাপন কমিটির সদস্য। এছাড়া এবার শ্রীকান্ত মোহতার শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস্ সেরা প্রযোজনার পুরস্কার পেয়েছে। বেছে বেছে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত চলচ্চিত্র শিল্পীদের কেন মহানায়ক সম্মানের জন্য নির্বাচিত করা হল, তা নিয়ে জল্পনা হচ্ছে। এবছর তবে এঁরা ছাড়াও এবছরের মহানায়ক সম্মানের অধিকারী হয়েছেন যীশু সেনগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে সৃজিত মুখার্জি নির্দেশিত এবং শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস্ প্রযোজিত 'এক যে ছিল রাজা'। এদিন সেরা চলচ্চিত্র সম্মানর অধিকারী হয়েছেন অভিনেতা হিসেবে ঋত্বিক চক্রবর্তী (নগরকীর্তন, জ্যেষ্ঠপুত্র, ভিঞ্চিদা ছবির জন্য) এবং অভিনেত্রী হিসেবে তনুজা (সোনার পাহাড় ছবির জন্য)। প্রযোজক হিসেবে সেরা চলচ্চিত্র সম্মান দেওয়া হয়েছে দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন, এক যে ছিল রাজা এবং ব্যোমকেশ গোত্র সিনেমার জন্য শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস্‌কে এবং নগরকীর্তন সিনেমার জন্য অ্যাক্রোপলিশ এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডকে। সেরা পরিচালক, সেরা উদীয়মান পরিচালক, সেরা সঙ্গীত পরিচালক, সেরা শিশু অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে কৌশিক গাঙ্গুলি (নগরকীর্তন ছবির জন্য), ধ্রুব ব্যানার্জি (দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন ছবির জন্য), প্রসেন (শাহজাহান রিজেন্সি ছবির জন্য), যশোজিৎ ব্যানার্জি (অ্যাডভেঞ্চার অফ জোজো ছবির জন্য)। এছাড়া সেরা চিত্রগ্রাহক, সেরা চিত্রনাট্যকার, সেরা কস্টিউম ডিজাইনার এবং সেরা রূপসজ্জার জন্য পুরস্কৃত হলেন শুভঙ্কর ভড় (ব্যোমকেশ গোত্র ছবির জন্য), সৃজিত মুখার্জি (এক যে ছিল রাজা ছবির জন্য), গোবিন্দ মণ্ডল (নগরকীর্তন ছবির জন্য) এবং রামচন্দ্র রজক (নগরকীর্তন ছবির জন্য)।

নৈহাটিতে বন্ধ ফেরিঘাট, দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ২৪ জুলাই– বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শহর নৈহাটি বর্তমানে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদের শিরোনামে। আর এই টানাপোড়েনের ফলে ঐতিহ্যশালী এই শহরের নানান সাধারণ পরিষেবাই এখন অচল বা বেহাল হয়ে পড়েছে। তার মধ্যেই অন্যতম হল ফেরি চলাচল। প্রসঙ্গত, নৈহাটিতে রয়েছে দুটি ফেরিঘাট। রামঘাট ও ছাইঘাট। এই দুইটি ফেরিঘাটের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে নৈহাটির সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু এই দুটি ফেরিঘাটে মাস কয়েক হল ফেরি পারাপার শিকেয় উঠেছে। ফলে দুর্ভোগে পড়েছে ওই দুই পাড়ার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই দুটি ঘাট দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ঘাট দুটি বন্ধ হয়ে থাকায় বর্তমানে এই সকল মানুষই চরম বিপাকে পড়েছেন। জানা গিয়েছে, গত ১০ জুন থেকে বন্ধ ছাইঘাট। আর কয়েকমাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে রামঘাট। অথচ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে ফেরি সার্ভিস দুটিতে চালাতে কারও হেলদোল নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাইঘাটের ওপারে চুঁচুড়া বকুলতলা এবং রামঘাটের ওপারে হুগলি ঘাট। স্থানীয়দের বক্তব্য, অক্সজিলিয়াম, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, ডনবসকো ও মহসীন কলেজে এপার থেকে প্রতিদিন পড়ুয়ারা পারাপার করে। এখন অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করে ওপারে তাদের যেতে হচ্ছে। তাছাড়া ওপারের অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরা এই ঘাট দুটি পেরিয়ে নৈহাটি ও গৌরীপুরের পাইকারি বাজারে আসেন। ওপার থেকে নৈহাটি জুটমিল ও হুকুমচাঁদ জুটমিলে প্রতিদিন শ্রমিকরা যাতায়াত করেন। ফলে ঘাট দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। এখন ঘাট দুটি বন্ধ হয়ে পড়ায় বিপাকে পড়েছেন ওই সকল সাধারণ মানুষ থেকে জুটমিলকর্মী ও পড়ুয়া। নিত্যদিন ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলপড়ুয়া, শ্রমিকদের। স্থানীয়দের দাবি, নাজেহাল অবস্থা দূর করতে অবিলম্বে ঘাট দুটিতে ফেরি সার্ভিস চালু করা হোক। ফেরি পারাপার বন্ধ প্রসঙ্গে নৈহাটি পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর গণেশ দাস বলেন, দু-পারের মানুষজন খুব কষ্ট ভোগ করছেন। কিন্তু এখন পুরসভায় প্রশাসক কাজকর্ম দেখভাল করছেন। মানুষের ভোগান্তি দূরীকরণে অবিলম্বে ঘাট দুটিতে পরিষেবা চালু করা দরকার। যদিও এ বিষয়ে বিদায়ী পুরপ্রধান অশোক চ্যাটার্জি কিছুই জানেন না বলে এদিন জানিয়েছেন। তবে তিনি বিষয়টি পুরসভায় প্রশাসকের নজরে আনবেন বলেও জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বারাকপুর মহকুমা শাসক আবুল কালাম আজাদ ইসলাম জানান, বিষয়টি তার গোচরে আছে। নৈহাটি পুরসভায় প্রশাসককে বলা হয়েছে বিষয়টি নিয়ে হুগলির মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করতে। আশা করা যাচ্ছে, অতি শীঘ্রই এই সমস্যা মিটে যাবে।

হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের রাঘবপুরে শতবর্ষপ্রাচীন কালীমন্দির পেল নবরূপ। বুধবার এর উদ্বোধন করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

শহরে এখনও কাঁচা রাস্তা, চমকালেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি— চারিদিকে উঁচু বিল্ডিং। ঝাঁ-চকচকে শপিং মল। কিন্তু এই শহরেই এখনও রয়েছে কাঁচা রাস্তা। খবরটি শুনে রীতিমতো চমকে উঠেছিলেন স্বয়ং কলকাতার মেয়র। পরে অবশ্য রাস্তাটি পাকা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এই বুধবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পাইকপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা ফোন করে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে জানান, সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৪০০ ফুটের একটি কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এলাকার কাউন্সিলর তথা ১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান তরুণ সাহাকে এই বিষয়ে জানালেও এখনও পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হয়নি। রাস্তাটির বয়স প্রায় ৬১। বর্ষাকালে এলাকার মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা হয়-- এই সমস্যার কথা জানিয়ে মেয়রকে রাস্তাটি পাকা করার আবেদন জানান ওই ব্যক্তি।

এদিকে শহরে কাঁচা রাস্তা এখনও রয়েছে এই বিষয়টি জানতে পেরে রীতিমতো হকচকিয়ে যান মেয়র নিজেই। পরে সামনে বসে থাকা সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিককে রাস্তাটি শীঘ্রই পাকা করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলেন।

বুধবার মেয়কে ফোন করে সমস্যার কথা জানিয়েও নিজের পরিচয় গোপন রাখেন এক ব্যক্তি। কলকাতা পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের হাডকো হাউসিংয়ের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি জানান, কলকাতা পুরসভায় মিউটেশনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে। সাধারণ মানুষ মিউটেশন করতে পারছেন না, এমনটাও অভিযোগ তোলেন তিনি। এরপর মেয়র তাঁর নাম ও নির্দিষ্ট অভিযোগ জানতে চাইলে তিনি নাম প্রকাশ করতে চাননি। 'টক টু মেয়র' কর্মসূচিতে ফোন করা ওই ব্যক্তি জানান, তিনি যদি নাম, ঠিকানা মেয়রকে জানান সেক্ষেত্রে তাঁর মিউটেশন আটকে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। যদিও মেয়র তাঁকে ফোনে আশ্বাস দেন। ওই ব্যক্তিকে সরসারি অফিসে এসে সমস্যার কথা জানাতে আবেদনও করেন মেয়র।

এছাড়াও এদিন একাধিক বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ আসে মেয়রের কাছে। ১৫ নং ওয়ার্ডের এপিসি রোডের এক বাসিন্দা মেয়রের কাছে অভিযোগ করেন জুন মাসে রাত্রি ৩টের সময় তাঁর এলাকায় একটি বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। এই অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে শো-কজ করেন ফিরহাদ। অন্যদিকে বিধবা ভাতা, জঞ্জাল জমা, নিকাশি সহ বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে এদিন শহরবাসী অভিযোগ জানান মেয়রকে। তবে শুধু অভিযোগ নয়, এদিন সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্য মেয়রকে ধন্যবাদও জানান এসপি মুখার্জি রোডের এক বাসিন্দা। তিনি জানান, এই কর্মসূচিতেই সরাসরি মেয়রকে একটি বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন তাঁর স্বামী। সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে।

যাদবপুর- টালিগঞ্জের পানীয় জলের সংকট মেটাতে তৈরি হবে জল পরিশোধনাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি— যাদবপুর- টালিগঞ্জ এলাকার জলসংকট মেটাতে নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। বুধবার কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, যাদবপুরের গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ লাগোয়া এলাকায় একটি জল পরিশোধনাগার তৈরি করা হবে। এই পরিশোধনাগার থেকে উৎপন্ন জল সরবরাহ করা হবে টালিগঞ্জ, যাদবপুর এলাকায়।

কলকাতা শহরের ১১১, ৯৬, ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ টালিগঞ্জ, যাদবপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট ছিল। গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে ওই এলাকাগুলির একাংশে জল সরবরাহ হলেও বেশির ভাগ অংশের বাসিন্দাদের এখনও পানীয় জলের জন্য ভরসা সেই ডিপ টিউবওয়েলই। ফিরহাদ হাকিম কলকাতার মেয়র পদে দায়িত্ব নেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী এই এলাকার জল সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁকে উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুধবার মেয়র জানান, ঢালাই ব্রিজের কাছে ৩ কাঠা জমি কলকাতা পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ছিল। এই প্রকল্পের জন্য সেই জমিটি পুরসভাকে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতর। খিদিরপুরের ভূতঘাট থেকে জল নিয়ে সেই জল প্ররিস্রুত করে সরবরাহ করা হবে বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, প্রতিদিন এই পরিশোধনাগারে উৎপন্ন ১০ মিলিয়ন গ্যালন জল টালিগঞ্জ এবং যাদবপুর অঞ্চলে সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও সোনারপুর এলাকাতেও এই পরিশোধনাগার থেকে জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। প্রকল্পটির জন্য অর্থ দিচ্ছে রাজ্য সরকার, পুরসভা সূত্রে খবর এমনটাই।

পুরো প্রকল্পটিতে প্রায় ৯০ কোটি টাকা খরচ হবে, এমনটাই জানান ফিরহাদ। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে টালিগঞ্জ- যাদবপুর এলাকায় কোনও পানীয় জলের সমস্যা থাকবে না।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পথে কম্পিউটার শিক্ষকরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২৪ জুলাই— এখনও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিসহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন চলছে। এবার তারই মধ্যে পথে নামলেন রাজ্যের ক'য়েক হাজার কম্পিউটার শিক্ষক। বেতন কাঠামোয় বৈষম্য ও স্কুলশিক্ষা দফতরের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলে বুধবার পথে নামেন তাঁরা। একই সাথে চুক্তি ভিত্তিক কাজের পরিবর্তে স্থায়ীকরণেও দাবি জানান তাঁরা। বুধবার রাজ্যর বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় হাজার তিনেক কম্পিউটার শিক্ষক বুধবার সল্টলেক করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু করেন। এহেন আন্দোলনে যারপরনাই অস্বস্তিতে স্কুলশিক্ষা দফতর। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের মাঝেই কম্পিউটার। শিক্ষকদের বিদ্রোহ সরকারের মাথা ব্যাগ আরও বাড়াবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কম্পিউটার শিক্ষকদের অভিযোগ, সরকার আই সি টি প্রকল্পের নামে যে কম্পিউটার লিটারেসি প্রোগ্রাম চালু করে তার জন্য স্কুল পিছু বরাদ্দ করা হয় ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৬৫ টাকা। কিন্তু কম্পিউটার শিক্ষকরা বেতন পান মাত্র ৪ হাজার ৯৪৩ টাকা। বাকি টাকা কোথায় যায় তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকরা। তাঁদের দাবি, এই বিপুল পরিমাণ টাকা প্রকল্পের মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকা ৩ টি বেসরকারি কোম্পানি ও স্কুলশিক্ষা দফতর আত্মসাৎ করছে। সোজা ভাষায় স্কুল শিক্ষা দফতর মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাক বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে সামনে রেখে কাটমানি নিচ্ছে। এদিকে, একাধিকবার বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পথে নামলেও সেই অর্থে পারিশ্রমিক বাড়েনি কম্পিউটার শিক্ষকদের। ওয়েস্ট বেঙ্গল আই সি টি স্কুল কো-অর্ডিনেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি স্বরূপ পান বলেন, গন ডেপুটেনশন দেওয়া হয়েছে। জানি এই প্রকল্পে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু তার মধ্যে ৫০ হাজার টাকাও পাচ্ছি না। ফলে একটা বিরাট অংকের কাটমানির ব্যাপার এখানে থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে, মিছিল মিছিলকে উন্নয়ন ভবনের সামনে পুলিশ ব্যারিকেড করে আটকে দেয়। এর ফলে শিক্ষকরা সেখানেই বসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন।

রাজ্যের দাবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তৃণমূল সাংসদরা

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যের নাম পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। তাদের সঙ্গে দেখা করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়ান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্য সাংসদরা।

এদিন অধিবেশন চলাকালীন সংসদেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিন দফায় পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল করে বাংলা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ মাসের শুরুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যের নাম বদলে বাংলা করা যাবে না। নাম বদলের বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠিও দেন। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, রাজ্য বিধানসভায় বাংলার নাম পরিবর্তন সর্বসম্মতিতে পাশ হয়েছে। যদিও সেটি নিয়ে গড়িমসি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্যও বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

জানিয়েছেন, ওই ঘরে ঢুকে সব সাংসদরা টেবিলের একদিকেই বসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে তাদের নমস্কার জানিয়ে হেসে বলেন, এ কি আপনারা সবাই উল্টোদিকে কেন? আমার পাশে এসেও কয়েকজন বসুন। ভয় নেই, দিদি বকবেন না, কারও চাকরিও যাবে না। এতেই সহজ হয়ে ওঠে বৈঠকের পরিবেশ। এরপর ডেরেক ও'ব্রায়েন প্রধানমন্ত্রীর ডানপাশে গিয়ে বসেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বসেন মোদির বাঁ দিকে। সুদীপের পাশে সৌগত রায় এবং তারপাশে বসেন অভিষেক। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুখেন্দু শেখর রায় প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি বসেছিলেন। রীতিমতো হালকা মেজাজে কথাবার্তা হয়। প্রধানমন্ত্রী নাকি কল্যাণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন কি ব্যাপার আজকাল আপনার গলা তো বিশেষ পাচ্ছি না। এদিনের বৈঠক যখন প্রায় শেষের দিকে তখন আলাদা করে অভিষেকের কুশল জানতে চান প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে বলেন, আপনার চোখ কেমন আছে। জবাবে নাকি অভিষেক বলেছেন, আগের থেকে অনেকটা ভালো। দুবার অপারেশন করতে হয়েছে আরও একবার করতে হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী এদিন অভিষেকের কাছে জানতে চান তাঁর কোথায় চিকিৎসা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অভিষেক জানিয়েছেন তাঁর চিকিৎসা হায়দরাবাদে হচ্ছে। এদিনের বৈঠক নিয়ে এক তৃণমূল সাংসদ বলেন ভালো বৈঠক হয়েছে। সৌজন্যের স্রোত ছিল এই বৈঠকে। তবে প্রধানমন্ত্রী পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়া নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানাতে এদিন তৃণমূল সাংসদরা ভুলে গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এই নিয়ে কিছুটা আক্ষেপও রয়েছে প্রতিনিধি দলের একাংশের মধ্যে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল সাংসদদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্যের নাম বদল করার প্রস্তাব গৃহীত হয় বিধানসভায়। দলমতনির্বিশেষে রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ' বদলে নতুন নাম রাখার বিষয়ে সম্মতি জানায়। তিনটি ভাষা বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দিতে বাছা হয় নাম। বঙ্গ, বেঙ্গল এবং বঙ্গাল নাম দেয় রাজ্যে। যদিও সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় কেন্দ্র। পৃথক পৃথক নাম নয়। বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি এই তিনটি ভাষাতেই

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর দফতরের কনফারেন্স রুমেই হয়ে থাকে। সেই ঘরে বড়সড় একটি ওভাল টেবিলে চারদিকে সারি সারি করে চেয়ার পাতা। তৃণমূলের এক সাংসদ

এক নাম রাখতে হবে বলে রাজ্যকে জানায় কেন্দ্র। এই ঘটনার পর রাজ্য সরকার রাজ্যের নাম তিনটি ভাষাতেই 'বাংলা' রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ছবি— পিটিআই

শিয়ারবনিতে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ জুলাই— বুধবার গুড়গুড়িপাল থানার ধেড়ুয়া অঞ্চলের শিয়ারবনি গ্রামে এক অজানা আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা শিয়ারবনির জঙ্গলে অজানা এক জন্তুর পায়ের দাগ দেখতে পায়। সেই সঙ্গে চাপ চাপ রক্তের দাগও। আশঙ্কা, অজানা জন্তুটি বাঘ। খবর জানাজানি হওয়ায় শিয়ারবনি, শিরষি সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বন দফতরের ধেড়ুয়া বিট অফিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। পায়ের ছাপ এবং রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে জন্তুটি বাঘ, না অন্য কিছু, তা বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। বনকর্মীরা শিয়ারবনির জঙ্গলে নজরদারির কাজ শুরু করেছেন।

উল্লেখ্য, মাত্র এক বছর আগে ওই শিয়ারবনির জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি পূর্ণবয়স্ক রয়ের বেঙ্গল টাইগারের মৃতদেহ। প্রথমে বন দফতর বাঘ বলে কিছুতেই মানতে চায়নি। পরে লালগড়ের ঝিটকার জঙ্গলে ক্যামেরায় ধরা পড়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি। বন দফতর বহু চেষ্টা করেও জীবিত অবস্থায় সেটিকে ধরতে পারেনি। শিয়ারবনি জঙ্গল থেকে মৃত অবস্থায় বাঘটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি- বকেয়া মহার্ঘ ভাতা সহ ১১ দফা দাবিতে বুধবার বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি সমর্থিত সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মচারী ইউনিয়ন। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসুও।

এদিন এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বকেয়া ডিএ অবিলম্বে মেটানোর দাবি করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে মঙ্গলবার রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগের অন্তর্গত ৩টি সংস্থার কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা১০ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ১ জুলাই থেকে বর্ধিত ডিএ পাবেন কর্মীরা। এদিকে সায়ন্তন বসু এদিন বলেন, চাপের মুখে পড়েই এই ১০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর দাবিও এদিন করেন তিনি।

সংস্কারের কাজে ৪ দিন বন্ধ থাকবে শিয়ালদহ উড়ালপুল

নিজস্ব প্রতিনিধি— উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুল, কালিঘাট সেতুর পর এবার শিয়ালদহের বিদ্যাপতি উড়ালপুলের সংস্কারের কাজে হাত লাগাবে কেএমডিএ। মাঝেরহাট ব্রিজ বিপর্যয়ের পরেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ব্রিজ সংরক্ষণে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। রাজ্যের উড়ালপুলগুলোর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রয়েছে কিনা, প্রয়োজনে দ্রুত মেরামতি করার নির্দেশ দেয় এই কমিটির সদস্যরা। সংশ্লিষ্ট কমিটিতে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার থেকে রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা।

জানা গেছে, বিপজ্জনক সেতুর তালিকা তৈরি করেছে সেতুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা কমিটি। শিয়ালদহের বিদ্যাপতি উড়ালপুল শহরের অন্যতম ব্যস্ততম সেতু। উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক গাড়ি চলাচল করে এমনকী রাতেও চলে মালবাহী সব ট্রাক। যার ফলে সেতুর আয়ু ক্ষয় হচ্ছে। শিয়ালদহ হল শহরের অন্যতম প্রবেশদ্বার। প্রতিদিন শুধু বিশাল সংখ্যক যান চলাচলই নয়, প্রচুর সংখ্যক মানুষ যাতায়াত করে এই এলাকা দিয়ে। সেতুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই শিয়ালদহ উড়ালপুর সংস্কারের কাজে হাত লাগাবে কেএমডিএ। ১৫ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ রাখা হতে পারে এই সেতুর যান চলাচল ব্যবস্থা বলে পূর্ত দফতর সূত্রের খবর।

শহরের প্রবেশদ্বারের ব্যস্ততম এই অঞ্চলের যান চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। কে এম ডি এ -এর তরফ থেকে ট্রাফিক বিভাগকে জানানো হলেই সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাঝোরহাট ব্রিজ বিপর্যয়ের পর যখন চ্যালেঞ্জ নিয়ে শহরের দক্ষিণাংশের যান চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তখন শিয়ালদহ উড়ালপুল সংস্কারের সময় শহর স্বাভাবিক রাখা সম্ভব বলেই মন্তব্য করেন কলকাতা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক।

উত্তরপাড়া স্টেশনে আন্ডারপাসের দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৪ জুলাই- উত্তরপাড়া স্টেশনের লেভেল ক্রশিংয়ে আন্ডারপাসের দাবিতে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সিটিজেনস ফোরামের পক্ষ থেকে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। ফোরামের সভাপতি শৈলন পর্বত বলেন, উত্তরপাড়া স্টেশনের এক পাশে জিটি রোড ও অপরদিকে দিল্লি রোড এবং দুর্গাপুর হাইরোড। ফলে প্রতিদিন বহু মানুষকে উত্তরপাড়া স্টেশন সংলগ্ন লেভেল ক্রশিং পার হয়ে যাতায়াত করতে হয়। যেভাবে উত্তরপাড়া শহরে দিনে দিনে লোকসংখ্যা বাড়ছে তাতে লেভেল ক্রশিংয়ে যানজটও বাড়ছে। অ্যাম্বুলেন্সও আটকে পড়ছে সেই যানজটে। অনেক সময় তাড়াতাড়িতে লেভেল ক্রশিং বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পার হতে গিয়ে কেউ কেউ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে। এনিয়ে এর আগেও বহুবার পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ না হওয়ায় ফের গত সোমবার পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মোবাইল চার্জ দেওয়ার সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে যুবতীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ জুলাই— মোবাইল ফোনের চার্জ দেওয়ার সময় শর্টসার্কিটে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল রিয়া ব্যানার্জি (২২)। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের দেশবন্ধু নগরে। প্রকাশ, বাড়িরতে রিয়া একাই ছিলেন। হঠাৎই শর্টসার্কিট হয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে দমকলে র একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগন নেভায়।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com
CIN : L45201WB1996PLC077451
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭(১) অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির প্রথম তিনমাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য মঙ্গলবার ৩০ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বিকাল ৪.০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেগুলেশন ৪৭(২) অধীনে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।
বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00581351
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০১৯